সমকাল

তারিখ 13 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

বেতন-ভাতা নিয়ে শঙ্কায় ৩ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী

■ সাব্বির নেওয়াজ

বেসরকারি স্কুল-কলেজের পরিচালনা পর্ষদে স্থানীয় সংসদ সদস্যের সভাপতি পদে থাকা নিয়ে হাইকোর্টের দেওয়া রায় গতকাল রোববার বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটিতে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের সভাপতি মনোনীত হওয়ার বিধানকে সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করে গত ১ জুন রায় দেন হাইকোর্ট বিভাগ। গতকাল আপিল বিভাগ এ রায় বহাল রাখায় এখন সংসদ সদস্যদের সারাদেশের এক হাজার ৮০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি পদ ছেড়ে দিতে হবে। এতে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় তিন লাখ শিক্ষক-কর্মচারী ঈদের আগে তাদের বেতন-ভাতা পাওয়া নিয়ে শঙ্কায় পড়েছেন। এসব পদে রাজনৈতিক ব্যক্তি নাকি সরকারি কর্মকর্তাদের বসানো হবে তা নিয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্তে আসেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। একই সঙ্গে সাংসদরা সভাপতি পদে থাকায় এসব প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত হতো। এখন তা বাধাগ্রস্ত হবে কি-না তা নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সংশয় রয়েছে। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সরিয়ে শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবকদের বসানোর দাবি শিক্ষাবিদদের।

আপিল বিভাগের আদেশের পর গতকাল এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, 'আদালতের আদেশ অনুযায়ীই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সুপ্রিম কোর্ট যখন রায় দিয়েছেন, তা কীভাবে কার্যকর করব সে বিষয়ে নিশ্চয় কোর্টের ডিরেকশন আছে, সেটা দেখেই আমরা (রায় কার্যকর) করব।' শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলব, আর কিছু করার আছে কি-না? এমপি সাহেবরা বিষয়টি কীভাবে নিচ্ছেন, সেটাও দেখার একটা ব্যাপার আছে। এটা নিয়ে কলিগ, এমপি সাহেব ও আইনজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলব, পরামর্শ করব আর কিছু করার আছে কি-না। সবাই যদি মনে করেন আরও কিছু করার আছে, তখন বিবেচনা করা হবে।' সাংসদরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নেতৃত্বে না থাকলে অসুবিধা হবে কি-না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এমপিরা যেগুলোতে ছিলেন সেগুলোতে থাকতে পারবেন না, বাকিগুলো তো চলছে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে, সারাদেশে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রায় ৩৭ হাজার। এর মধ্য থেকে প্রায় এক হাজার ৮০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদে সাংসদরা রয়েছেন। দেশের ১০টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে নির্বাচিত ৩০০ সাংসদ নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার ৪টি করে প্রায় ১২০০ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। সংরক্ষিত মহিলা আসনের এমপিরাও আরও প্রায় ৬০০ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদে আসীন। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার বড় ও খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সভাপতি পদেই সাধারণত সাংসদরা রয়েছেন। আদালতের আদেশে তাদের পদ শূন্য হওয়ায় এখন প্রশ্ন উঠেছে, এসব পদে তাহলে এখন কারা আসছেন? জানতে চাইলে শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন সমকালকে বলেন, এটা এখনই তারা বলতে পারছেন না। আদালতের আদেশ হাতে পেলে বিস্তারিত বলতে পারবেন।

তবে, এ রায়ের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের মাঝেও নানা প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। রাজধানীর খ্যাতনামা একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমকালকে বলেন, সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুসারে সাংসদরা চাইলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে পারবেন না। কিন্তু বিধিমালার ৫ (১) ধারা মতে, সাংসদরা নির্বাচন করে সভাপতি হতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছে, দেশের আইন প্রণেতারা কী এত ছোট একটি পদের জন্য নির্বাচনে লড়বেন? আর যদি নির্বাচন করেনই তবে তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রভাবের কারণেই তারা 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী' হবেন। এরকম 'নামমাত্র' নির্বাচন আয়োজনের মূল্য কী তবে?

রাজধানীর মিরপুর সিদ্ধান্ত হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম রনি সমকালকে বলেন, এ সুযোগে সাংসদের পরিবর্তে এমন কিছু লোক প্রতিষ্ঠানে সভাপতি হয়ে আসতে পারেন যার কোনো শিক্ষা ও নৈতিকতাই নেই। এরকম ব্যক্তি যদি সভাপতি হন তাহলে প্রতিষ্ঠানে কী খুব উন্নয়ন হবে?

এ প্রসঙ্গে জাতীয় শিক্ষক ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৮

বেতন-ভাতা নিয়ে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ সমকালকে বলেন, প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষদেরই ব্যবস্থাপনা কমিটি বা গভর্নিং বডির সভাপতি পদে বসানো উচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নেতৃত্বেই ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে। আর জনপ্রতিনিধি অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশাসনের কর্মকর্তাকে প্রধান করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা কমিটি থাকতে পারে।

এমপিরা চারটি প্রতিষ্ঠানে সভাপতি হওয়ার বিধান চালু হয় ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রবিধানমালা সংশোধন করা হয়, নতুন চালু করা ওই প্রবিধানের ৫(২) ধারা আদালত অবৈধ ঘোষণা করায় এখন সাংসদরা অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেই আর সর্বোচ্চ চারটি স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে পারবেন না। তবে ৫(১) বিধি অনুসারে নির্বাচনের মাধ্যমে সাংসদদের সর্বোচ্চ চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হতে বাধা নেই।